ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

# নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিষেকের সঙ্গে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত ঐশ্বরিয়ার

পৃঃ ৫

বাংলাদেশ সিরিজের আগে ভারতীয় পেসারকে ব্যাট উপহার দিলেন কোহলি

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৬১ ● কলকাতা ● ০৭ আশ্বিন, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

## বামপন্থী দিশানায়েকেই শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট, সাধারণের ভোটবার্তা ভারত ও চিনকে?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** দুই রাউন্ডের হাড্ডাহাড্ডি ভোটগণনা। টানটান উত্তেজনার পরে অবশেষে নির্বাচিত হলেন শ্রীলঙ্কার নতুন প্রেসিডেন্ট। দ্বীপরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবার প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসতে চলেছেন কোনও বামপন্থী নেতা। রবিবার বিকেলে শ্রীলঙ্কার নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, রনিল বিক্রমাসিংহেকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন অনুরাকুমার দিশানায়েকে। চলতি বছরের শুরুতেই ভারত সফরে এসেছিলেন দিশানায়েকে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠকও করেন। তবে নানা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা দিলেও অতীতে একাধিকবার ভারতবিরোধিতার নিদর্শন রেখেছে দিশানায়েকের দল। ভারত সফরের পরে শ্রীলঙ্কা ফিরে গিয়েও তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, দলের অবস্থানগত পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ দ্বীপরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে নয়াদিল্লি। অন্যদিকে, নির্বাচনী প্রচারেই দিশানায়েকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে চিনের প্রতি 'বশ্যতা' স্বীকার করতেও তাঁরা মোটেই রাজি নন।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভারত বা চিন দুই দেশের ঘনিষ্ঠ নেতাদেরই বাতিল করে দিয়েছে শ্রীলঙ্কার আমজনতা। ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির বেহাল দশা থেকে দেশকে টেনে তুলতে তাঁদের ভরসা বামপন্থী দিশানায়েকের উপর।

শ্রীলঙ্কার বামপন্থী দল জনতা বিমুক্তি পেরামুনার নেতা দিশানায়েকে প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন ভোটগণনায়। ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিরাট ব্যবধান তাঁর হাতছাড়া হয়। লড়াইয়ে উঠে আসেন বিক্রমাসিংহে। প্রথম রাউন্ডের পরে দেখা যায়, কোনও প্রার্থীই ৫০ শতাংশ ভোট পাননি। ফলে শুরু হয় দ্বিতীয় রাউন্ডের গণনা। ইতিহাসে প্রথমবার দ্বিতীয় রাউন্ডে যায় শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গণনা।শেষ পর্যন্ত ৪২.৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন দিশানায়েকে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন বর্তমান বিরোধী দলনেতা সাজিথ প্রেমদাসা। অনেকটা ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে তৃতীয় হয়েছেন রনিল বিক্রমাসিংহে। চতুর্থ স্থান পাওয়া গোতাবায়া রাজাপক্ষে কার্যত মুছে গিয়েছেন নির্বাচন থেকে। জানা গিয়েছে, সোমবারই শপথ নেবেন শ্রীলঙ্কার সদ্যনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, ২০২২ আর্থিক সংকটে জেরবার হওয়ার পরে এটাই শ্রীলঙ্কার প্রথম নির্বাচন ছিল।

## ভারতের শুল্কনীতি নিয়ে ট্রাম্পের অভিযোগ, 'অন্যায্য' বলল ভারত

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভারতকে 'শুল্কের রাজা' বলে আখ্যা দেওয়ার জন্য ফের সমালোচনার মুখে পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি এই বিশেষণ ব্যবহার করেছিলেন, আর এবার আবারও অভিযোগ তুলেছেন যে, ভারত আমদানি শুল্কের অপব্যবহার করছে।

ট্রাম্পের এই অভিযোগের জবাবে ভারতের বাণিজ্য পরামর্শক সংস্থা জিটিআরআই (গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ) তাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে। জিটিআরআইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, ট্রাম্পের অভিযোগ 'অন্যায্য' এবং তিনি হাতে গোনা কয়েকটি পণ্যের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি অতিরঞ্জিত করেছেন। সংস্থাটি বলেছে, সব দেশই কিছু নির্দিষ্ট শিল্পকে সুরক্ষার জন্য উচ্চ

এরপর ৩ পাতায়

## বাংলার রাজনীতিতে দ্বিতীয় 'কাকু'র আবির্ভাব

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** কালীঘাটের কাকু' আপাতত নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলের ঘানি টানছেন। তাঁকে বঙ্গ রাজনীতি যত না 'সুজয়কৃষ্ণ' নামে চেনে, তার চেয়ে বেশি তিনি 'কালীঘাটের কাকু' নামেই খ্যাত। সম্প্রতি বঙ্গ রাজনীতিতে আরও এক কাকুর আবির্ভাব ঘটেছে। কেউ তাঁকে বলছেন, 'শ্মশানঘাটের কাকু', কেউ আবার বলছেন 'পানিহাটির কাকু'।পানিহাটির তৃণমূলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, সেই রাতে কাকুর পাশাপাশি আরও দুই কাউন্সিলরের 'সক্রিয়তার' কথা। এক 'প্রভাবশালী' নেতার ছেলে সেই রাতে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিশেষত, বিধায়ক নির্মলকে সিবিআই তলবের পর তা আরও জোরালো হয়েছে। এ সবের মধ্যেই 'কাকু'র বক্তব্য, "আমায় টেনে এনে ফোকাস ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

তবে তিনি যে 'নজরে' রয়েছেন, তা বিলক্ষণ জানেন 'কাকু'ও। যে 'কাকু' সমাজসেবী থেকে হয়েছিলেন সিপিএম কাউন্সিলর। তার পরে কয়েক বছর রাজনৈতিক সংস্পর্শ এড়িয়েই ছিলেন। ২০১৯ সালে ফের তৃণমূলে। সিপিএম হোক বা তৃণমূল জমানা সঞ্জীব একই রকম। আরজি কর-কাণ্ডে তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে অনেক প্রশ্ন। বঙ্গ রাজনীতিতে আপাতত দ্বিতীয় 'কাকু' নিয়ে আলোড়িত।এই কাকু আরজি করের নির্যাতিতার পাশের বাড়ির বাসিন্দা। তার নাম সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়।

সঞ্জীবকে 'কাকু' বলেই সম্বোধন করতেন নির্যাতিতা। এক সময়ে তিনি ছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

# অনশনে বসব এই হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলেন বানভাসি এলাকায় এসে সংসদ অভিজিৎ গাঙ্গুলি

**বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন :** তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য কার্যত নাম না করে খোঁচা দিয়েছিলেন যে বানভাসি এলাকায় দেখা যাচ্ছে না অভিজিৎ গঙ্গোপাধয়ায়কে। অবশেষে দেখা মিলল বিজেপি এমপি তথা প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধয়ায়ের। এলাকা ছাড়েন অভিজিৎ। প্রসঙ্গত কোলাঘাট ব্লকের দেরিয়াচক গ্রামে বন্যা কবলিত এলাকায় গিয়েছিলেন অভিজিৎ গাঙ্গুলি। একাধিক দুর্গত পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। তাঁদের সমস্যার কথা তিনি শোনেন। এমনকী কাজ না হলে অনশনে বসার কথা বলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধয়ায়। তবে তাঁর এই কথা একেবারেই মানতে চাননি স্থানীয়রা। তাঁরা একেবারে মুখের উপর জবাব দিয়ে দেন। তাঁরা বলেন অনশন না বসে কাজটা যাতে হয় সেটাই দেখুন। এর আগে কোলাঘাটে বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন কুণাল ঘোষ। রেখে দেবেন। একবার দুবারে তো হবে না। দুতিন বারে হয়তো দিতে হবে। তারপর যদি কাজ না হয় আমি এখানে তাঁবু খাটিয়ে অনশনে বসব। এদিকে অভিজিৎ গাঙ্গুলির এই অনশনের হুঁশিয়ারি শুনে এক দুর্গত ব্যক্তি বলেন, অনশন না করে কাজটা শুরু করুন। এটা শুনে কার্যত বড় অস্বস্তিতে পড়েন অভিজিৎ গাঙ্গুলি। তখন তিনি বলেন, আমি তো কলার ধরে টেনে আনতে পারি না। প্রয়োজনে মামলা করব। এদিকে এলাকায় অবৈধ নির্মাণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অনেকে। এমনকী এই নির্মাণের পেছনে সব দলের লোকজন রয়েছেন বলেও খবর। এসব শুনে দ্রুত

# বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে ভাগীরথীর জল, নিচু জমিতে জল ঢুকে পড়ায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত

**অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন :** নবদ্বীপ ভাগীরথীর জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। বিশ্বকর্মা পূজার আগের থেকে লাগাতার বৃষ্টির দাপটে সমস্ত নদীর জল বেড়ে যাওয়ার ফলে সমস্ত বাঁধ থেকে জল ছাড়া হয়েছে। বিশ্বকর্মা পূজার পরে মাঝে চার দিন বৃষ্টি বন্ধ। আবার পুনরায় নিম্নচাপ হওয়ার ফলে সোমবার থেকে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে। ডিভিসির জল ছাড়ার ফলে বহু এলাকায় প্লাবিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত বাঁধ পরিদর্শন করছেন এবং যেখানে বন্যা হয়েছে সমস্ত এলাকায় পৌঁছাচ্ছেন। রাজ্যের সমস্ত ব্লক অফিসে লাল সংকেত জারি করা আছে। নদিয়ার নবদ্বীপ শহরের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে ভাগীরথী নদী বয়ে গেছে। ভাগীরথী নদীর জল বিপস সীমার উপর দিয়ে বইছে। কাটোয়ার অজয় নদীর জল এই ভাগীরথীর উপর দিয়ে বয়ে যায়। ভাগীরথীর জল বেড়ে যাওয়ার ফলে নবদ্বীপ শহরের নিচু এলাকায় এবং ব্লকের বামনপুকুর দু'নম্বর পঞ্চায়েতের ইদ্রাকপুর গ্রামে যাওয়ার ছাড়ি গঙ্গার উপর দিয়ে রাস্তায় জল জমে আছে। বাবলারি পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর তারামা মন্দির পাশের সংলগ্নে মাটির বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ও এলাকায় জলে প্লাবিত হয়েছে। জল মাঠে ঢুকে যাওয়ার ফলে ঘোষপাড়ার বহু কৃষকের কলা গাছ বিঘের পর বিঘে নষ্ট হয়ে যায়। পুজোর আগে কৃষকদের মাথায় হাত লক্ষাধিক টাকার উপরে কলা গাছ নষ্ট হয়ে যায় গাছের গোড়ায় জল আসার ফলে। কৃষকদের মধ্যে সঞ্জয় ঘোষ, মহাদেব ঘোষ, কার্তিক ঘোষ, সহদেব ঘোষ রা বলেন আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল পাকা কলা, বীচকলা, কাঁচ কলা থেকে আরম্ভ করে আরও বিভিন্ন কলাগাছ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের সর্বনাশ হলো এই কলা বিক্রি করে আমরা পুজোতে আনন্দ উৎসব পালন করি আমাদের এবার সর্বনাশ হলো। মাটির তৈরি বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বালির বস্তা দিয়ে জল আটকানো হচ্ছে।নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা বলেন আমরা পৌরসভার থেকে এই বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ মেরামত করে জল আটকানোর ব্যবস্থা করছি। ভাগীরথীর জল বেড়ে যাওয়ার ফলে মুড়ি গঙ্গার ভেতর দিয়ে এই জল প্রবেশ করে। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট কে জানানো হয়েছে যাতে আরো মজবুত করে বাঁধ তৈরি করা যায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পুরো এলাকার সমস্ত মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। ড্রেন দিয়ে যাতে জল শহরে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য সমস্ত লগ গেট আটকে দেওয়া হয়েছে।

নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ জানান ইদ্রাকপুর গ্রামে প্রবেশ করার একমাত্র পথ মুড়িগঙ্গার উপর দিয়ে বাঁধের রাস্তা। যা দীর্ঘ দশ বছর ধরে গ্রামের মানুষরা তৈরি করে।এই গ্রামে প্রায় দশ হাজার মানুষের বাস।বেশি ভাগ মানুষ কৃষক। এই পথ দিয়ে মানুষ জন নবদ্বীপ শহর এবং হাসপাতালে যান।৫০০ মিটার এই বাঁধের রাস্তার ওপর ৪০ মিটারের একটি ব্রিজ আর দু পাশ দিয়ে ৩০ মিটার করে মোট ষাট মিটারের অ্যাপ্রচ রোড তৈরি করছে সেচ দপ্তর। জল বেড়ে যাওয়ার ফলে রাস্তার উপরে জল উঠে পড়ে এর ফলে যাতায়াত করতে অসুবিধা হয়ে পড়ায় নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাঁধের রাস্তার দু সাইডে বেশ কিছু কিছু জায়গায় ভেঙে যাচ্ছে জলের চাপে।বহু কৃষি জমিতে জল ঢুকে পড়ে। আমন ধান,গ্যামা প্রচুর নষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত চাষীদের শস্য বীমা করা নেই তাদের শস্য বীমা করার জন্য জানানো হয়েছে। মা মাটি মানুষের সরকার কৃষকদের শস্যের ক্ষতি হওয়ার জন্য এই ক্ষতিপূরণ দেবেন বলে আশ্বাস করেছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেরিঘাট বন্ধ বিভ্রান্তিকর প্রচার শুনে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। নবদ্বীপ জলপথ দপ্তরের সম্পাদক গৌতম মৃধা জানান হটাৎ করে জল বেড়ে যাওয়ার ফলে নৌকাচলাচলের সমস্যা হচ্ছিল। এক ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল আবার পুনরায় চালু করা হয়েছে। যাত্রী সাধারনের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা প্রস্তুত, নৌকাতে প সেফটি রেখেই নৌকা চলাচল করানো হচ্ছে। দড়ি টিউব সমস্ত কিছু ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষের কোন অসুবিধা না হয়। বর্ষা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই বহিরাগত যাত্রী কম আসছে, ভিড় কম হচ্ছে সতর্কতা অবলম্বন করেই নৌকো এবং লঞ্চ চলাচল করছে।

# আদিশ্বর অটো রাইড বেনেলি এবং জোন্টেস সুপারবাইকের এর গ্লোবাল রেঞ্জে বিশেষ অফার ঘোষণা করেছে

- জোন্টস তার সম্পূর্ণ 350cc লাইন-আপে ₹20,000 মূল্যের 2 বছরের কমপ্লিমেন্টারি পরিষেবা অফার করে।
- বেনেলি টিআরকে 502 এবং টিআরকে 502X-এতে ₹30,000 মূল্যের 2 বছরের কমপ্লিমেন্টারি পরিষেবা অফার করে

**কলকাতা, সেপ্টেম্বর 16, 2024: নিউজ সারাদিন :** আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (এএআরআই), ভারতের শীর্ষস্থানীয় সুপারবাইক ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি, বেনেলি এবং জোন্টেস সুপারবাইক কেনার ক্ষেত্রে একচেটিয়া পরিষেবার সুবিধা সহ উৎসবের মরসুমের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় মানুষদের জন্য, এই উৎসবের মরসুমে ₹30,000* মূল্যের ২ বছরের কমপ্লিমেন্টারি পরিষেবা সহ, বেনেলির আইকনিক এডজক মডেল রেঞ্জের মালিক হওয়ার একটি অদম্য সুযোগ রয়েছে। দাম ₹5.85 লাখ* থেকে শুরু। জোন্টস, তার উদ্ভাবনী নকশা এবং শীর্ষ-স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরিচিত, এছাড়াও এটি উৎসব উদযাপনের অংশ। গ্রাহকরা এখন 350R, 350X, GK350, 350T, এবং 350T ADV সহ জোন্টস-এর 350cc মডেল রেঞ্জ কেনার জন্য ₹20,000* মূল্যের 2 বছরের কমপ্লিমেন্টারি পরিষেবা পেতে পারেন। দাম ₹2.79 লাখ* থেকে শুরু। আপনার নিকটতম অনুমোদিত ডিলারশিপ পরিদর্শন করে এই উত্তেজনাপূর্ণ অফারগুলির সর্বাধিক ব্যবহার করুন। আদিশ্বর অটো রাইড ইন্ডিয়া-র সাথে এই উৎসবের মরসুম উদযাপন করুন!

* শর্তাবলী প্রযোজ্য।

## ১৮টি ডিভাইসের ক্লোনিং, নতুন তথ্য সিবিআইয়ের হাতে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ চার জনের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেলেই থাকবেন তাঁরা।প্রসঙ্গত, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গত ১৯ অগস্ট গ্রেফতার হন প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এ ছাড়াও গ্রেফতার হন আফসর, বিপ্লব এবং সুমন। আর্থিক দুর্নীতিতে সন্দীপের পাশাপাশি নাম জড়িয়েছিল তাঁদেরও। অভিযোগ ছিল, সন্দীপ ধৃত তিন জনকে বেআইনি ভাবে হাসপাতালে নানা সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন। এর পর গত ১৪ সেপ্টেম্বর চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের মামলাতেও গ্রেফতার হন সন্দীপ। ইতিমধ্যেই মক্কেলের জামিনের আবেদন করেছেন বিপ্লবের আইনজীবী। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর সেই মামলার শুনানি রয়েছে।সোমবার সন্দীপ-সহ আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃত চার জনের শুনানি হয় আলিপুরে সিবিআই বিশেষ আদালতে। সেখানেই চার জনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক সুজিতকুমার ঝা।আদালতে সিবিআইয়ের দাবি ছিল, আরজি করে দুর্নীতিতে অভিযুক্তেরা 'অত্যন্ত প্রভাবশালী'। ফলে তাঁরা অন্য সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। সিবিআইয়ের এই যুক্তি শুনেই শেষমেশ অভিযুক্তদের আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক। সন্দীপ ছাড়াও জেল হেফাজত হল সুমন হাজরা, বিপ্লব সিংহ এবং সন্দীপের নিরাপত্তারক্ষী আফসর আলির।

আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সিবিআইয়ের আরও দাবি, মোবাইল, ল্যাপটপ, হার্ড ডিস্ক, মেমরি কার্ড-সহ অন্তত ১৮টি ডিজিটাল ডিভাইসের 'ক্লোনিং' করা হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখছে সিবিআই। ওই যন্ত্রগুলিতে থাকা নথি থেকে তদন্তে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলেও মনে করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল।

১-ম পাতার পর

# বাংলার রাজনীতিতে দ্বিতীয় 'কাকু'র আবির্ভাব

সিপিএমের কাউন্সিলর। তার পর ভোটে হেরে গিয়ে বেশ কয়েক বছর 'দলহীন'। ২০১৯ সালে যোগ দেন তৃণমূলে। সেই যোগদান পর্বে ছিলেন পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষ (নান্টু) এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রথম জনকে আরজি করের ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। আর দ্বিতীয় জন খাদ্য দুর্নীতি মামলায় আপাতত জেলে। প্রসঙ্গত, সঞ্জীব কখনও সিপিএমের দলীয় সদস্য ছিলেন না। অথচ ২০০৮ সালে তাঁকেই পানিহাটির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থী করেছিল সিপিএম। কেন? সঞ্জীবের দাবি, তিনি সমাজসেবা করতেন। আগেও দু'বার সিপিএম ভোটে দাঁড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবশেষে ২০০৮ সালে রাজি হন ভোটে দাঁড়াতে। শর্ত ছিল একটাই। তাঁর কথায়, "আমি বলেছিলাম, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমি দায়িত্বপালন করতে পারি। কিন্তু সংগঠন করতে পারব না। তাতে সেই সময়কার জোনাল নেতৃত্ব রাজি হয়েছিলেন। আমায় বলেছিলেন, তুমি কাউন্সিলর গিরিটাই ভাল করে করো।" ২০১৩ সালেও সিপিএমের হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন সঞ্জীব। কিন্তু হেরে যান।পানিহাটির যে এলাকায় নির্যাতিতার বাড়ি, সেই এলাকার সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, যে হেতু সঞ্জীবের 'প্রতিপত্তি' রয়েছে, তাই তাঁকে পুরভোটে দল টিকিট দিয়েছিল। এক নেতার কথায়, "সঞ্জীবকে টিকিট দেওয়ার কারণ ছিল একটাই উনি নিজের ভোটের খরচ নিজেই করতে পারতেন। দলকে মাথা ঘামাতে হত না।" সেই সময়ে কারা তাঁর 'অনুপ্রেরণা' ছিলেন, সে কথা বলতে গিয়ে গোপাল ভট্টাচার্য, তানিয়া চক্রবর্তী, হরিপদ দাস, শান্তি ঘটকদের নাম গড়গড় করে বলে গেলেন 'কাকু' সঞ্জীব। সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন বিধায়ক গোপালের সঙ্গে সঞ্জীবের 'সখ্য' ছিল। ব্যারাকপুরের এক নেতার দাবি, গোপালের সুপারিশেই ২০০৮ সালে সঞ্জীবকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল। যে গোপালের কথা আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন স্বয়ং জ্যোতি বসু।সঞ্জীব পেশায় ব্যবসায়ী। বাংলার বাইরেও তাঁর ব্যবসার কাজ চলে। জানা গিয়েছে, মূলত বৈদ্যুতিক প্রকল্পে ঠিকাদারি করেন তিনি। পাশাপাশি খেলা, মেলা, গরিব মানুষের বিয়ে দেওয়া, আপদে-বিপদে দাঁড়ানো এলাকায় 'সমাজসেবী' ভাবমূর্তি রয়েছে তাঁর। সঞ্জীব জানিয়েছেন, আরও ভাল করে সেই কাজ করতেই তিনি ২০১৯ সালে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এলাকায় তিনি বিধায়ক 'নির্মল-ঘনিষ্ঠ' হিসাবেই পরিচিত। সঞ্জীব অকপটেই বলছেন, সমাজসেবাই তাঁর 'ইউএসপি'। তিনি ওই কাজ করে থাকেন।

নির্যাতিতার দেহ দাহ করা হয়েছিল পানিহাটি শ্মশানঘাটে। সেই নথিতে সঞ্জীবের সই রয়েছে। ৯ অগস্ট রাতে পানিহাটির শ্মশানঘাটে অনেকের সঙ্গে ছিলেন সঞ্জীব। যেমন ছিলেন বিধায়ক নির্মলও। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, নির্যাতিতার দেহ 'তড়িঘড়ি' দাহ করার জন্য সেই রাতে পরিবারের উপর 'চাপ' তৈরি করা হয়েছিল। রবিবার সিবিআই আধিকারিকদের সামনে হাজিরা দিয়ে বেরিয়ে নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের সময়ে উপস্থিত চিকিৎসক অপূর্ব বিশ্বাস দাবি করেছেন, প্রাক্তন এক কাউন্সিলর তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি ময়নাতদন্ত শেষ না করলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবেন! অপূর্ব এ-ও জানিয়েছিলেন, তাঁর যত দূর মনে পড়ছে, ওই ব্যক্তি নিজেকে নির্যাতিতার 'কাকু' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। সঞ্জীব অবশ্য দাবি করছেন, "সেখানে সেই সময়ে আমার এ সব কথা বলার অবস্থাই ছিল না। অত পুলিশ, স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিক, অত ছাত্রছাত্রী আমি ময়নাতদন্ত কখন হবে কি হবে না, সে কথা বলার কে?" তবে 'কাকু'র ভূমিকা নিয়ে নানা মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে। আর 'কাকু' বলছেন, তাঁর মান-সম্মান ধুলোয় মিশে যাচ্ছে। তিনি চান সিবিআই তাঁকে ডাকুক। তিনি সব বলবেন। সিবিআইয়ের দল যে দিন নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়েছিল, সে দিন সেখানে ছিলেন 'কাকু' সঞ্জীবও। তিনি জানিয়েছেন, ওই দিন তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের যা জানানোর জানিয়েছিলেন।

পানিহাটির তৃণমূলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, সেই রাতে কাকুর পাশাপাশি আরও দুই কাউন্সিলরের 'সক্রিয়তার' কথা। এক 'প্রভাবশালী' নেতার ছেলে সেই রাতে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা নিয়েও গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিশেষত, বিধায়ক নির্মলকে সিবিআই তলবের পর তা আরও জোরালো হয়েছে। এ সবের মধ্যেই 'কাকু'র বক্তব্য, "আমায় টেনে এনে ফোকাস ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

১-ম পাতার পর

# ভারতের শুল্কনীতি নিয়ে ট্রাম্পের অভিযোগ, 'অন্যায্য' বলল ভারত

আমদানি শুল্ক আরোপ করে থাকে, যার মাধ্যমে দেশীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ট্রাম্পের দেশ যুক্তরাষ্ট্রও এই নিয়মের বাইরে নয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্যারিফ প্রোফাইলস ২০২৩'-এর তথ্য তুলে ধরে জিটিআরআই জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের অনেক পণ্যে অত্যন্ত উচ্চ আমদানি শুল্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে দুগ্ধজাত পণ্যে ১৮৮ শতাংশ, ফল ও সবজিতে ১৩২ শতাংশ এবং খাদ্যশস্যে ১৯৩ শতাংশ শুল্ক আরোপিত। ফলে ট্রাম্পের বক্তব্যের বাস্তবভিত্তি নেই বলেই জিটিআরআই দাবি করেছে।

ভারতের গড় শুল্ক হার ১৭ শতাংশ, যা যুক্তরাষ্ট্রের গড় ৩.৩ শতাংশ শুল্কের তুলনায় বেশি হলেও, দক্ষিণ কোরিয়া ও চীনের মতো অন্যান্য বড় অর্থনীতির সঙ্গে তুলনামূলক। দক্ষিণ কোরিয়ার গড় শুল্ক হার ১৩.৪ শতাংশ এবং চীনের ৭.৫ শতাংশ। জিটিআরআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তব বলেন, ভারত চাইলে শুল্ক কমানো নিয়ে আলোচনা করতে পারে, তবে যুক্তরাষ্ট্র মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক নয়। ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে, যেখানে শুল্ক হ্রাসের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়নি। শ্রীবাস্তব আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ভারতের বাজারে বিনা শুল্কে পণ্য বিক্রি করতে চায়, তবে তাদের মুক্তবাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে ভাবা উচিত। যদিও ভারতের কিছু পণ্যে উচ্চ শুল্ক আছে, তবে 'শুল্কের রাজা' আখ্যা দেওয়া সঠিক নয়। ট্রাম্প শুধু কয়েকটি পণ্যের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন বলে শ্রীবাস্তব মন্তব্য করেন।

# নিউ ইয়র্কে প্রবাসী ভারতীয়দের সমাবেশে ভাষণ প্রধানমন্ত্রীর

**নতুন দিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** বিশ্ব গন্ডার দিবস উপলক্ষে এই বিশেষ প্রাণীটির সুরক্ষার লক্ষ্যে তাঁর অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশের সকল নাগরিককে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন আসামের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানটি পরিদর্শনের জন্য। কারণ, কাজিরাঙ্গা হল এক শৃঙ্গ গন্ডারের আবাস ও বিচরণভূমি।

এসম্পর্কে সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বলেছেন:

"আজ বিশ্ব গন্ডার দিবস। পৃথিবীর এই বিশেষ প্রাণীটির সুরক্ষায় আসুন আমরা আমাদের অঙ্গীকারের কথা আরও একবার ঘোষণা করি। অনেকেই বহু বছর ধরেই গন্ডার সংরক্ষণের কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের সকলকেই জানাই আমার অভিনন্দন ও প্রশংসা।

গর্বের কথা ভারতে প্রচুর সংখ্যক একশৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে। আমার আসামের কাজিরাঙ্গা সফরের স্মৃতি আজও আমি আনন্দের সঙ্গে রোমন্থন করি। আপনাদের সকলকে আহ্বান জানাই ওই অভয়ারণ্যটি পরিদর্শন করে আসার জন্য।"

## নির্যাতিতার আত্মীয় নন, এদিকে শ্মশানের কাগজে সই!

# 'মমতার নির্দেশে.', শুভেন্দুর দাবিতে তোলপাড়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের ধর্ষণ খুনের ঘটনায় একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে আসছে। সম্প্রতি আরজি করের ফরেন্সিক বিভাগের অধ্যাপক অপূর্ব বিশ্বাস দাবি করেন, নির্যাতিতার তড়িঘড়ি ময়নাতদন্তের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল! প্রয়াত চিকিৎসকের কাকা পরিচয়ে এক ব্যক্তি বলেছিলেন, ওই দিন যদি ময়নাতদন্ত না হয়, তাহলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে!বিজেপি বিধায়ক লেখেন, 'সবাই জানেন, নির্যাতিতাকে তড়িঘড়ি দাহ করা হয়েছিল। ... মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুতভাবে নির্যাতিতার আত্মীয় না হয়েও শ্মশানের কাগজে সই রয়েছে সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের'।

শুভেন্দুর প্রশ্ন, শ্মশানের কাগজে সোমনাথ দে নামে একজনের নাম/স্বাক্ষর রয়েছে। ওই একই নামে পানিহাটি পুরসভায় একজন প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর রয়েছেন। উনি কি সেই একই ব্যক্তি? আরজি কর কাণ্ড নিয়ে রাজ্য যখন উত্তাল, সেই সময় ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের দাবিতে স্বভাবতই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। এরপর শুভেন্দুর পোস্টে তাতে নয়া মাত্রা যোগ হয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।সোমবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। শুভেন্দু লেখেন, আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক দলের অংশ ছিলেন অপূর্ব বিশ্বাস। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সিবিআই দফতর থেকে বেরনোর সময় তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এক বিস্ফোরক দাবি করেন।রাজ্যের বিরোধী দলনেতা লিখেছেন, 'চিকিৎসক জানিয়েছেন, নির্যাতিতার কাকার পরিচয়ে এক ব্যক্তি হুমকি দেন, সেদিনের মধ্যে ময়নাতদন্ত না হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে'। সেই ব্যক্তি একজন প্রাক্তন কাউন্সিলর, দাবি করেছেন বিজেপি নেতা। একইসঙ্গে ওই ব্যক্তির নাম, পরিচয়ও সর্বসমক্ষে এনেছেন তিনি।

শুভেন্দু লিখেছেন, 'ওই ব্যক্তি সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়। পানিহাটি পুরসভার প্রাক্তন সিপিআইএম কাউন্সিলর। পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দেন এবং পানিহাটির তৃণমূল বিধায়ক নির্মল ঘোষের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন'। এখানেই না থেমে আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার তড়িঘড়ি দাহ করার বিষয়টিও উল্লেখ করেন তিনি।

বিজেপি বিধায়ক লেখেন, 'সবাই জানেন, নির্যাতিতাকে তড়িঘড়ি দাহ করা হয়েছিল। ... মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুতভাবে নির্যাতিতার আত্মীয় না হয়েও শ্মশানের কাগজে সই রয়েছে সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ের'।

## আমেরিকা থেকে ২৯৭টি প্রাচীন সামগ্রী ভারতে ফেরানো হচ্ছে

**নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের ব্যুরো অফ এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের মধ্যে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফরের সময় চুরি বা পাচার হয়ে যাওয়া ২৯৭টি প্রাচীন সামগ্রীর প্রতীকী হস্তান্তর করা হয়। খুব শীঘ্রই এগুলি ভারতে ফিরিয়ে আনা হবে। ডেলাওয়ারের উইলমিংটনে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সময় এইসব সামগ্রীর কয়েকটি তুলে ধরা হয়। এইসব পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে ভারতকে সহায়তা করার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রত্ন সামগ্রীগুলি প্রায় ৪ হাজার বছরের

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৬১ সংখ্যা ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ০৭ আশ্বিন, ১৪৩১

৩ পাতার পর

# আমেরিকা থেকে ২৯৭টি প্রাচীন সামগ্রী ভারতে ফেরানো হচ্ছে

পুরনো। এগুলির অধিকাংশই পূর্ব ভারতের পোড়ামাটির পুরাকীর্তি। এছাড়াও রয়েছে পাথর, ধাতু, কাঠ এবং হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পুরাকীর্তি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, মধ্য ভারতে দশম-একাদশ শতকে বেলেপাথরের তৈরি একটি অপ্সরার মূর্তি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের এক জৈন তীর্থঙ্করের ব্রোঞ্জ মূর্তিও রয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে দক্ষিণ ভারতে তৈরি একটি পাথরের ভাস্কর্যও ভারতে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ফেরত পাওয়া সামগ্রীর মধ্যে ব্রোঞ্জের তৈরি একটি গণেশের মূর্তিও রয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণ ভারতে এটি তৈরি হয়েছিল। সেইসঙ্গে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ব ভারতে তৈরি ব্রোঞ্জের একটি বিষ্ণু মূর্তিও এই তালিকায় রয়েছে। ২০১৬ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় ১০টি প্রাচীন সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১-এর সেপ্টেম্বর মাসে ১৫৭টি এবং গত বছরের জুন মাসে তাঁর সফরের সময় আরও ১০৫টি প্রাচীন সামগ্রী ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০১৬ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫৭৮টি প্রাচীন সামগ্রী ভারতকে ফিরিয়ে দিয়েছে আমেরিকা।

## সম্পাদকীয়

# দুয়ারে উপহার কর্মসূচি অভিষেকের

পুজোয় দুয়ারে উপহার কর্মসূচি নিয়ে হাজির অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষকে পুজোর উপহার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। গত বছর পর্যন্ত পুজোর আগে 'অভিষেকের উপহার' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হত ডায়মন্ডহারবার লোকসভার অধীন সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে।

বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তথা পরিবহণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, "সাংসদ আমাদের যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা সে ভাবে উপহার দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছি। এ বছর বুথ স্তরের নেতারা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার পৌঁছে দিয়ে আসবেন। তাই এলাকার বিধায়ক হলেও আমরাও কোনও উপহার দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে অনুষ্ঠান করছি না। আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পরই সাংসদের উপহার আমজনতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছি। আশা করছি সেপ্টেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগেই আমরা পুজোর উপহার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব।" সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এই উদ্যোগ অভিষেকের প্রথম নয়। করোনা সংক্রমণের সময় যে লকডাউন জারি করা হয়েছিল, তাতে ডায়মন্ডহারবার এলাকার মানুষের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিল সাংসদের অফিস।

যেখানে সাংসদ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে পুজোর উপহার তুলে দিতেন আমজনতার হাতে। কিন্তু উপহার দেওয়ার এই পদ্ধতিতে এ বার বদল আনা হয়েছে। সাংসদ অভিষেকের নির্দেশ, দলের স্থানীয় নেতারা ডায়মন্ডহারবার এলাকার সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে উপহার পৌঁছে দিয়ে আসবেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, রবিবার থেকে সেই কাজ শুরু করে দিয়েছেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা এলাকার অধীন তৃণমূল নেতারা। ২ অক্টোবর মহালয়ায় দেবীপক্ষের সূচনা হবে। তার আগে অভিষেকের উপহার আমজনতার কাছে পৌঁছে দিতে চান এলাকার তৃণমূল নেতারা। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ডায়মন্ডহারবার লোকসভা এলাকার বুথের দায়িত্বে থাকা নেতাদের উপহার পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। সাংসদ অভিষেকের দফতর থেকে বিধানসভাভিত্তিক উপহার পৌঁছে যাবে প্রত্যেক বুথে বুথে। তার পর বুথের দায়িত্বে থাকা নেতারা নিজেদের সুবিধা মতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই উপহার পৌঁছে দেবেন সাধারণ মানুষের দুয়ারে। ফলতা এলাকার এক তৃণমূল নেতা জানাচ্ছেন, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ভোটে জয়ী হয়ে তৃতীয় বারের জন্য সাংসদ হওয়ার পর জুন মাসে আমতলার দলীয় কার্যালয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বৈঠক করেছিলেন অভিষেক। সেই বৈঠকেই ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে, তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, নেতাদের থেকে মঞ্চের উপরে কেন উপহার নেবেন সাধারণ মানুষ? বহু ক্ষেত্রে নেতারা উপহার দেওয়ার মুহূর্তের ছবি তুলে তা প্রকাশ্যে ছড়িয়ে দেন। যা না-পসন্দ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের। তাঁর আরও বক্তব্য ছিল, যদি উপহার দিতেই হয়, তা হলে তা পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের বাড়ি গিয়ে। তার পরেই এ বছর পুজোর উপহার ভিন্ন আঙ্গিকে দেওয়া হবে বলে মনস্থির করেন অভিষেক। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, এ বছর সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার পৌঁছে দিচ্ছেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভা এলাকার বুথ স্তরের তৃণমূল নেতারা।

# সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই মন্দির চত্বরে দশমহাবিদ্যার মন্দিরও আছে। এই মন্দিরগুলিতে দশমহাবিদ্যা অর্থাৎ ভুবনেশ্বরী, বগলামুখী, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী, তারা, কালী, ভৈরবী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী এবং কমলা এই দশ দেবীর মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী, মাতঙ্গী এবং কমলা প্রধান মন্দিরে পূজিত হন। অন্যান্য দেবীদের জন্য পৃথক মন্দির আছে। **ক্রমশঃ**

## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
(চতুর্থ পর্ব)

কিন্তু তা হয়নি। তাই নাট মন্দির থেকেই দর্শন করতে হয় দেবীকে। শীর্ষে রাধাকৃষ্ণ, তারপর আদ্যাশক্তি মহামায়া এবং দেবীর নীচে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এভাবেই সাজানো মূল মন্দিরের কক্ষ।

ভোগেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাধাকৃষ্ণের জন্য সাড়ে বত্রিশ সের চালের রান্না হয়। দেবীর জন্য সাড়ে বাইশ সের চাল বরাদ্দ। এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্য সাড়ে বারো সের চালের রান্না হয়। এ ব্যবস্থা প্রতিদিনের। মূল মন্দিরের নির্মাণেও বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। মন্দিরের চূড়ায় সর্ব ধর্মের প্রতীক ব্যবহৃত। আছে হিন্দু ধর্মের ত্রিশুল, বৌদ্ধ ধর্মের পাখা, খ্রীষ্ট ধর্মের ক্রুশ এবং ইসলাম ধর্মের চাঁদ-তারা। জনশ্রুতি, এমন ভাবনা স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী। দেবী যে সর্বজনীন।

আদ্যা মা -- মায়ের মধুর নামে রয়েছে শক্তি। সেই শক্তিতেই জীবনের সমস্ত বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে প্রতিদিন যদি আদ্যাস্তোত্র পাঠ করা যায় তবেই জীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। কঠিন ব্যাধি থেকে জীবনের বাধা বিপত্তি, আর্থিক অনটন থেকে সুখের

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# সেই সকাল একদিন হবেই

**সিনিয়র সাংবাদিক সীতারাম আগরওয়াল, নিউজ সারাদিন :** প্রতি বছর ১৪ সেপ্টেম্বর হিন্দি দিবস এবং ৩০ মে হিন্দি সাংবাদিকতা দিবস পালিত হয়। এই দুই দিনের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে কলকাতা মহানগরীর প্রেক্ষাপটে এই লেখাটি। দেশকে স্বাধীন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী হিন্দি দুর্ভাগ্যজনক যে স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও এটি দেশের জাতীয় ভাষা হতে পারেনি। হিন্দি সাংবাদিকতার জননী হল কলকাতা (বর্তমানে কলকাতা), যা ২ বছর পর ২০০ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। স্বাধীনতার আগে, হিন্দি সংবাদপত্রের কমান্ড ছিল প্রবীণ সাংবাদিকদের হাতে, যারা সাংবাদিকতার মাধ্যমে স্বাধীনতার শিখা জ্বালিয়ে দিতেন এবং তারা তাদের উদ্দেশ্য সফলও হোয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর সাংবাদিকতা জগতের একটি বড় অংশ ধীরে ধীরে শিল্পপতিদের হাতে চলে যায়। তাই এর মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে অর্থ উপার্জন করা।

কলকাতা মহানগরও এ থেকে বাদ যায়নি। তবে এখানকার সাংবাদিকতা জগৎ কোনো বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। স্বাধীনতার আগে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র এখানে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে একটি হল ভারত মিত্র, যা ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন শ্রী হরমুকুন্দ শাস্ত্রী, বালমুকুন্দ গুপ্ত, বাবুরাও বিষ্ণু পরাদকরের মতো প্রবীণ সাংবাদিকরা। স্বাধীনতা বিপ্লবে এর অসামান্য অবদান ছিল। পরে কিছু কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন আবার ২০০৫ সাল থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, তবে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধীনে নয়। দ্বিতীয়টি বিশ্বামিত্র, যেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বেরিয়েছিল। পরে এটি দৈনিক বিশ্বামিত্রে পরিণত হয় এবং আজও প্রকাশিত হচ্ছে। স্বাধীনতার পর মহানগর থেকে হিন্দিতে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু কেউই সাংবাদিকতার উচ্চমান মেনে চলেনি। বাইরে থেকে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের এডিশন বের করলেও এখানকার স্পন্দন না বোঝার কারণে হয় বন্ধ হয়ে গেছে নয়তো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান হওয়ায় তাদের শ্রমিকদের বেতন ভালো থাকলেও কোনো মালিক বেশিদিন লোকসান সহ্য করতে পারে না। হ্যাঁ, এর মধ্যে প্রভাত খবর অবশ্যই একটি ব্যতিক্রম, যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু বাঞ্ছিত ফলাফল এখনও অনেক দূরে। এখন যদি এখান থেকে শুরু হওয়া সংবাদপত্রের কথা বলি, এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল একে খাঁটি বাণিজ্যিক রূপ দেওয়া। সাংবাদিকতার চেয়ে অনুবাদের ওপর জোর। হোক তা দৈনিক সন্মার্গ বা বিশ্বামিত্র বা লোকমান্য বা দৈনিক ছপতে ছপতে। সবার অবস্থা একই ছিল। কর্মচারীদের কম বেতন দেওয়া এবং সময়মতো বেতন না দেওয়া। তাই কর্মজীবী সাংবাদিকরা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় থেকে যান। কেউ কেউ তাদের নিজস্ব প্রাইভেট পত্রিকা চালু করেন, যার অনেকগুলো এখনো চলছে। তাই কিছু সাংবাদিক অসহায় হয়ে কিছু ধনী লোকের বাড়িতে যেতে শুরু করেন। কেউ কেউ সাংবাদিকদের তাদের সংবাদ বা নাম প্রকাশ করতে বাধ্য করতে শুরু করে। পরে সাংবাদিকদের আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে সংবাদপত্রের মান বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কেউ সাংবাদিকতার মূল চেতনা এবং হিন্দির প্রকৃত বিকাশের উপর জোর দেয়নি। হ্যাঁ, বড় দাবি অবশ্যই সময়ে সময়ে করা হয়েছিল। উপরোক্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে, কিছু ধনী ব্যক্তি (উচ্চ মধ্যবিত্ত) তাদের নাম উজ্জ্বল করতে এবং স্বল্প খরচে ব্যাপক প্রচার পাওয়ার একটি উদ্ভাবনী উপায় খুঁজে পেয়েছেন। আমি এমন একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। প্রথমেই বলে রাখি, এই ধরনের লোকদের হিন্দি বা হিন্দি সাংবাদিকতার বিকাশের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু এর আড়ালে তাদের উদ্দেশ্য হল তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং সমাজে সম্মানিত হওয়া। এমনই এক ভদ্রলোক, কিছু দিন আগে, তাঁর নামে একটি নিবন্ধ কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়েচেন, যাতে লেখা ছিল যে শ্রী বাবুরাও বিষ্ণু পরাদকর কলকাতা থেকে ভারত মিত্র পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত মিত্র যখন বেরিয়েছিলেন, তখন পাড়ারকর জির জন্মও হয়নি। তিনি পত্রটি প্রকাশের ছয় বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশের একজন বিখ্যাত নেতার কথা মনে পড়ে, যখন তার দলের ধর্ষকদের রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন- ওরা বেটাছেলে, ভুল তো করতেই পারে। একইভাবে, এই ব্যক্তিকে রক্ষাকারীরা কেবল বলতে পারে - এর কারণে কী হয়েছিল? এটাও একটা ভুল। কিন্তু সম্ভবত তারা ভুলে যায় যে এই ধরনের লোকেরা বড় ভুল করবে। তারা ইতিহাসকে বিকৃত করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন লোকদের প্রশংসা করতে বাধ্য হবে। বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। তিনি তাঁর একটি সংস্থার মাধ্যমে হিন্দি বিষয়ে একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছেন, যাতে দেশের বহু পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হবে। এখানে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অনেক বিশিষ্ট সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হবে। কেউ কেউ সম্মানিত হবেন। এখন যারা আসবেন তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্যই ধারণা থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রধান সংগঠকের প্রশংসায় কিছু বলবেন। এমন সংগঠকরা খুবই চতুর। তারা মঞ্চের একটি এমন জায়গায় বসবেন যেখান থেকে প্রতিটি কোণ থেকে ফটোতে তাদের প্রাধান্য রয়েছে। এছাড়াও, কখনও কখনও ফটোগ্রাফারের সেটিং কেকের উপর আইসিং হিসাবে কাজ করে। কয়েকদিন সোশ্যাল মিডিয়া, টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রে রমরমা থাকবে। কিন্তু যারা এটা করে তারা ভুলে যায় যে যতক্ষণ নক্ষত্রটি উচ্চ থাকবে ততক্ষণ তাদের কর্মে আনন্দ হোবে। না হোলে আরজি কর কলেজ ও হাসপাতালের মতো যে কোনো কেলেঙ্কারি আপনাকে ফাঁস করবে এবং হিন্দি ও সাংবাদিকতার সাথে 'ধর্ষণ'-এর প্রবণতা উন্মোচিত হবে। এরকম আরও কিছু মানুষ আছে, তাদের মুখোশও ভবিষ্যতে প্রকাশ পাবে। পরন্তু সবাই এমন হয় না। আমি কৃতজ্ঞ সেই সমস্ত লোক, সংবাদপত্র, সাংবাদিক এবং সংস্থার কাছে যারা প্রতিটি পরিস্থিতিতে পূর্ণ নিষ্ঠা ও সততার সাথে হিন্দি এবং হিন্দি সাংবাদিকতার বিকাশের জন্য কাজ করছেন। এছাড়াও, আপনার মতো লোকদের হতাশ হওয়ার দরকার নেই। এমন একটি সময় আসবে যখন আপনি যথাযথ সম্মান পাবেন। এখন শুধু ভাবুন - সে সকাল কোনো এক সময় আসবে।

# একের পর এক চমক অনুব্রতর বীরভূমে

**বেবি চক্রবর্তী : বীরভূম: নিউজ সারাদিন :** বীরভূম জেলা সফরে মঙ্গলবার যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার আগে জেলা জুড়ে প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। বেলা এক'টায় গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক। তার আগে বীরভূম জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহ ঘুরে দেখলেন সোমবার। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকের পরে রাতে রাঙাবিতান গেস্ট হাউসে থাকার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর, সেখানেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চূড়ান্ত পর্যায়ে।অনুব্রত মণ্ডলও একইদিনে জেলায় ফিরছেন। তিহার থেকে মুক্তি পেতে পারেন আজ রাতেই। এরপর সোজা কলকাতা, সেখান থেকে রাতেই ফিরতে পারেন বীরভূম। অনুব্রত মণ্ডলের জামিনে খুশির হাওয়া বইছে বোলপুর-সহ গোটা বীরভূমে। গৃহকর্তা ফেরার অপেক্ষায় নিচুপট্টির মণ্ডলবাড়ি। বীরভূম জেলা তথা বোলপুরে চারিদিকে অনুব্রত মণ্ডলের ছবি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূম জেলায় বরণ করে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। কেষ্ট ফিরবেন বীরভূম তাই পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলের পদক্ষেপ ঠিক করতে জরুরি বৈঠকে তৃণমূলের বীরভূমের নেতারা। অনুব্রতর অনুগামী বলে পরিচিতরাই বৈঠক করেন। তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলর প্রত্যাবর্তণকে স্বাগত জানিয়ে তোরনেও সেজেছে বোলপুর। বিশাল কাটআউট লেগেছে তোরণে। সেখানে হাত তুলে দাঁড়িয়ে অনুব্রত ওরফে কেষ্ট। দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠরা। কেষ্ট যখন জেল থেকে বেরোবেন তখন গেটেই তাঁর অপেক্ষায় থাকার কথা। সেখানে থাকতে পারেন অনুব্রত কন্যা সুকন্যাও। দিল্লিতে রয়েছেন প্রাক্তন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খান ও জেলা পরিষদ সদস্য প্রদীপ ভকত।

# সিনেমার খবর

## মা হতে চলেছেন অভিনেতা যীশুর প্রেমিকা শিনাল

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** টলিপাড়ার জনপ্রিয় তারকা দম্পতি যিশু সেনগুপ্ত এবং নীলাঞ্জনা । গতমাসেই সামনে আসে বিচ্ছেদ হতে যাচ্ছে তাদের। তৃতীয় ব্যক্তির আগমনের কারণেই এ পথে হাঁটছেন তারা। মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নীলাঞ্জনার সেনগুপ্ত পদবি ও যীশুর সঙ্গে সমস্ত ছবি মুছে ফেলাই এই জল্পনার সূত্রপাত। তবে এবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে যিশুর প্রেমিকা মা হতে যাচ্ছে।

এই গুঞ্জনের শুরু হয় ১১ সেপ্টেম্বর সকাল থেকে। তবে অভিনেতার ঘনিষ্ঠদের দাবি করেছেন, এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যে। তবে নিজেদের সম্পর্কের টানাপড়েন, দাম্পত্য কলহের জন্য তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ আসন্ন। এবং সেটা হবেই। কিন্তু কবে সেটা এখনও নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি।

এই তারকা দম্পতির বিচ্ছেদের নেপথ্য কারণ হিসেবে শোনা যাচ্ছে, নীলাঞ্জনা নাকি প্রবল আধিপত্য চালাতেন যিশুর উপরে। এ কারণেই যিশু দূরে সরে যাচ্ছিলেন নীলাঞ্জনার থেকে।

শিনার সুর্তি যিশুর ম্যানেজার। বর্তমানে তিনিই বলিউডে ও দক্ষিণী ছবির জগতে যিশুর সমস্ত কাজ দেখেন। শিনালের সঙ্গে যিশুর সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন নীলাঞ্জনা। গতমাসে নীলাঞ্জনা সরাসরি না বললেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিচ্ছেদ নিয়ে নানা কথা ছুড়ে দিয়েছেন। দম্পতির বড় মেয়ে সারা সেনগুপ্ত সেই সময় মাকে সমর্থন জানিয়েছেন। এত কিছুর পরেও যিশু কিন্তু এখনো এ বিষয়ে মুখ খোলেননি। বরং শোনা যাচ্ছে যিশু নিজের প্রযোজনা সংস্থা-সহ যাবতীয় সম্পত্তি স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে লিখে দিয়েছেন। যাতে আগামী দিনে তাদের কোনও সমস্যা না হয়।

## অভিষেকের সঙ্গে বিচ্ছেদের ইঙ্গিত ঐশ্বরিয়ার

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** লম্বা সময় ধরে চর্চায় আছে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের দাম্পত্য জীবন। শোনা যাচ্ছে রাই সুন্দরীর মন উঠে গেছে বচ্চনদের ওপর থেকে। অভিষেক ও তার পথ বেঁকে যাচ্ছে দুদিকে। এবার সে আগুনে ঘি ঢেলে দিল একটি ভিডিও। যেখানে দেখা গেছে ঐশ্বরিয়ার অনামিকায় নেই বিয়ের আংটি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি একটি ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে। দুবাইয়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের ভিডিও। সেখানেই অ্যাশের হাতে দেখা যায়নি বিয়ের আংটি।

ওই ভিডিতে দেখা যায়, ঐশ্বরিয়ার পরনে কালো পোশাক। হাতে কালো ব্যাগ। অনুষ্ঠানের আয়োজক এসে প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীর হাতে তুলে দেন ফুলের তোড়া। তখনই তার অনামিকা নজর কাড়ে নেটাগরিকের। বিয়ের আংটি দেখতে না পেয়েই ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের দাম্পত্য কলহ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

তবে ঐশ্বরিয়াই প্রথম নন। কিছু দিন আগে অভিষেককেও বিয়ের আংটি ছাড়াই জনসমক্ষে আসতে দেখা গিয়েছিল। মুম্বাইতে ছবিশিকারীদের ক্যামেরাবন্দি করা ভিডিওতে দেখা যায়, অভিষেকের আঙুলে নেই বিয়ের আংটি। আর এবার ঐশ্বর্যার হাতে আংটি না দেখতে পেয়ে বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল।

এর আগে একাধিকবার অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার বিচ্ছেদ নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে। এ নিয়ে রাই সুন্দরী কিছু না বললেও মুখ খুলেছেন অভিষেক। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, এই নিয়ে আমার সত্যিই কিছু বলার নেই। দুর্ভাগ্যবশত, এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার বহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি, এটা কেন হয়। আপনাদের প্রতিবেদন লিখতে হয়। ঠিক আছে। আমার তাতে অসুবিধা নেই। আমরা 'খ্যাতনামা'। এই তকমা থাকলে এই বিষয়গুলো থাকবেই।

## সন্তান রক্ষার লড়াইয়ে তাপসী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গত মাসেই মুক্তি পেয়েছে 'হাসিন দিলরুবা-২'। এবার নেটফ্লিক্সের জন্যই নতুন প্রকল্পের ঘোষণা দিলেন তাপসী ও কণিকা। ইনস্টাগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে নেটফ্লিক্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এবার 'গান্ধারী' নামে সিনেমা নিয়ে আসছেন কণিকা ও তাপসী। এটি মা ও সন্তানের ভালোবাসার গল্প। নিজের সন্তান রক্ষার্থে একটি 'মিশন'-এ যাবেন তাপসী। তারপর কী হবে, তা নিয়েই এগিয়ে যাবে গল্প। গান্ধারীর চিত্রনাট্য লিখেছেন কণিকা, ছবিটি প্রযোজনার দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। অন্যদিকে 'জোরাম' পরিচালক দেবাশীষ মাখিজা ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছেন।

## সালমান-মালাইকাকে এক ছাদের তলায় টেনে আনল যে মৃত্যু

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** নব্বই দশকের শেষের দিকে বলিউড ভাইজান সালমান খানের বড় ভাই আরবাজ খানকে বিয়ে করেন অভিনেত্রী মালাইকা আরোরা। সুখের সংসার ছিল এই দম্পতির।

দীর্ঘ ১৯ বছর এক ছাদের নিচে কাটানোর পরে ২০১৭ সালে আচমকা বিচ্ছেদের খবর দেন মালাইকা-আরবাজ। তাদের সেই সম্পর্ক ভাঙনের পেছনে সে সময় দায়ী করা হয়, মালাইকার অন্য কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া।

ভাইয়ের সংসার বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টাই নাকি করেছিলেন সালমান খান। মালাইকার সঙ্গে কথা বলারও চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু কোনোভাবেই অভিনেত্রীর মন গলাতে পারেননি।

এরপরই মালাইকার সঙ্গে সালমানের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। দূরত্ব তৈরি হয় দুজনের মাঝে। বন্ধ হয়ে যায় কথাবার্তাও। ২০১৭ সালের পরে কেটে গেছে ৭ বছর, এই লম্বা সময়ে কখনো একফ্রেমেও দেখা মেলেনি সালমান-মালাইকার।

তবে গত বুধবার মালাইকার অরোরার বাবার মৃত্যুর খবর শুনে দীর্ঘ ৭ বছরের মান-অভিমান দূরে সরিয়ে মধ্যরাতেই নায়িকার বাড়িতে হাজির হন সালমান খান। বড় ভাইয়ের সাবেক স্ত্রীর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে আসেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, বাবা অনিল কুলদীপ মেহতা মৃত্যুর আগে মালাইকার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। তারপরই ফোন সুইচ অফ করে দেন তিনি।

জানা গেছে, ডিপ্রেশনের রোগী ছিলেন অভিনেত্রীর বাবা। তার মৃত্যুর খবর পেয়ে পুনে থেকে শহরে ছুটে আসেন মালাইকা। এর আগেই সেখানে পৌঁছে যান মালাইকার প্রাক্তন স্বামী আরবাজ খান। সালমানের বাবা-মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও প্রাক্তন পুত্রবধূর পাশে থাকতে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

শেষকৃত্য হওয়ার পর মধ্যরাতে মালাইকার মায়ের ফ্ল্যাটে যান সালমান। সকাল থেকেই সেখানে কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। তারকারা ভিড় জমিয়েছিলেন মালাইকার সঙ্গে দেখা করতে। দিনের শেষে সেখানে হাজির হন ভাইজান।

একটি ভিডিওতে দেখা যায়, কড়া নিরাপত্তায় মালাইকার বাড়িতে প্রবেশ করেন সালমান। এসময়ে অভিনেত্রীর বাড়ির বাইরে সালমান ভক্ত ও পাপারাজ্জিদের ভিড় জমে যায়।

প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে বহুতল ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে মালাইকার বাবা অনিল মেহতার। পুলিশ প্রাথমিক ভাবে ধারণা করছে এটি আত্মহত্যা। তবে ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে।

## অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন অভিনেত্রী মধুমিতা

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন ভারতীয় বাংলা সিনেমার অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। সোমবার (১৬ সেপ্টেম্বর) কলকাতার নিমতলা ঘাটের ভূতনাথ মন্দিরে পূজা দিতে যাওয়ার সময়ে তাকে বহনকারী গাড়িটিকে ধাক্কা দেয় একটি লড়ি।

এতে দুমড়েমুচড়ে গেছে তার গাড়িটি। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান মধুমিতা। ভারতীয় একাধিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দুর্ঘটনার সময়ে মধুমিতা তার গাড়ির চালকের ঠিক পেছনে বসেছিলেন। মধুমিতা গাড়ির যে পাশে বসেছিলেন পণ্যবাহী গাড়িটি সেই পাশে ধাক্কা দেয়। এতে গাড়ি দুমড়েমুচড়ে গেলেও সুস্থ আছেন মধুমিতা।

ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মধুমিতা সরকার বলেন, পূজা দিতে যাচ্ছিলাম। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে ভূতনাথ মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই গাড়িতে এসে ধাক্কা মারে পণ্যবাহী গাড়িটি। ঘটনার পরই ওই গাড়ির চালক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাকে আটকানো হয়। শেষ পর্যন্ত আমিও নেমে পড়ি গাড়ি থেকে। ভিডিও রেকর্ডিং করি মোবাইলে। এরইমধ্যে পুলিশ চলে আসে। অন্য একটি গাড়িতে করে আমি পূজা দিতে যাই। ভালভাবেই পূজা দিয়েছি।

আশঙ্কা প্রকাশ করে মধুমিতা সরকার বলেন, অনেক বাজে কিছু হতে পারত। মহাদেবের কৃপায় তা হয়নি। আমি একেবারে সুস্থ রয়েছি।

পশ্চিমবঙ্গের স্টার জলসা টেলিভিশনে প্রচারিত 'বোঝেনা সে বোঝেনা' ধারাবাহিকে 'পাখি' চরিত্রে অভিনয় করে তুমুল দর্শকপ্রিয়তা লাভ করেন মধুমিতা সরকার। বাংলাদেশের দর্শক তাকে 'পাখি' নামেই চেনেন।

## ফের ছিটকে গেলেন ফের্মিন লোপেস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইনজুরি যেন পিছু ছাড়ছেনা বার্সালোনা শিবিরে।চোটের কারণে দানি ওলমো,জাভি,ডি জং মাঠের বাইরে আছেন।তবে দলের জন্য কিছুটা স্বস্তি হয়ে আসে চোট কাটিয়ে ফের্মিন লোপেসের দলে ফেরা।তবে সেই স্বস্তি ফের দুঃসংবাদে পরিণত হল।নতুন করে চোট পেয়ে আবার মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচ সামনে রেখে মঙ্গলবার দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফেরেন ফের্মিন। সেখানেই ডান ঊরুর পেশিতে চোট পেয়েছেন তিনি। বার্সেলোনা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, এ যাত্রায় প্রায় তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে।

গত জুলাইয়ে স্পেনের হয়ে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের স্বাদ পান ফের্মিন। পরের মাসে প্যারিস অলিম্পিকসের ফুটবলে তিনি সোনা জেতেন স্পেন অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে।

এই মাসের শুরুতে নেশন্স লিগের ম্যাচ সামনে রেখে জাতীয় দলের অনুশীলনে পেশিতে চোট পান তিনি। সেই চোট কাটিয়ে উঠলেও, নতুন চোটে মাঠে ফেরার অপেক্ষা বাড়ল এই তারকার।

চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছেন ফের্মিন। সব মিলিয়ে কাতালান দলটির হয়ে ৪৫ ম্যাচে ১১ গোলের পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি

## বাংলাদেশ সিরিজে বিশ্রামে থাকছেন ভারতের যেসব তারকা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আগামী অক্টোবরে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজে বিশ্রাম থাকবেন ভারতের ওপেনার শুভমান গিল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সূত্রের বরাতে এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। টাইগারদের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলতে নামবে ভারত। ওই সিরিজের কথা চিন্তা করেই টি-টোয়েন্টিতে বিশ্রামে থাকবেন গিল।

বিসিসিআইয়ের বরাতে পিটিআই জানিয়েছে, 'বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে গিলকে বিশ্রাম দেওয়া হবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ৬, ৯ এবং ১২ অক্টোবর টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ১৬ অক্টোবর থেকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট শুরু করবে। তাই গিলকে বিশ্রাম দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।'

গিল ছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে বিশ্রাম দিতে পারে ভারত। সেই তালিকায় জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজরা আছেন। বড় সংস্করণের জন্য দলের মূল খেলোয়াড়দের ফিট রাখতে আগ্রহী ভারতীয় নির্বাচকরা।

এদিকে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল এখনও ঘোষণা করেনি ভারত। গত বিশ্বকাপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এই ফরম্যাটে চ্যাম্পিয়ন হয় টিম ইন্ডিয়া।

# আর্জেন্টিনা কোচের দায়িত্ব যে কারণে ছাড়তে চেয়েছিলেন স্কালোনি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গত নভেম্বরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলকে তাদেরই মাঠে হারানোর পর ভক্ত-সমর্থকদের চমকে দিয়েছিলেন লিওনেল স্কালোনি। দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার এই বিশ্বকাপজয়ী কোচ। কঠিন সেই সময়ের অভিজ্ঞতা এবার গণমাধ্যমে ভাগাভাগি করেছেন তিনি।

সিদ্ধান্ত বদলে লিওনেল মেসিদের এখনও কোচই আছেন স্কালোনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছেন কঠিন সেই সময় নিয়ে।

"বছরটা আমার জন্য ভালো ছিল না। আমি এটা উপভোগ করছিলাম না। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আমরা কঠিন ছয়টি ম্যাচ পার করেছিলাম যেখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালো বোধ করছিলাম না। আমাকে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয় আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে আমাকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে, ডিরেক্টরদের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল।"

"আমাকে কথা বলতে হয়েছিল আমার ভাবনাগুলো নিয়ে। এজন্য নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময় নিয়েছিলাম। কোচিং স্টাফরা এটা বুঝেছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, শতভাগ দিতে পারছি না। আমি এটা অনুভব করছিলাম এবং আমাকে এটা বলতেই হতো। কেন? কারণ, হয়ত কয়েক মাস পর আর আমি দায়িত্বে থাকতাম না। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে শতভাগ উজাড় করে দিতে হয়। কারণ খেলোয়াড়দের এটাই প্রাপ্য, জাতীয় দলের এটাই প্রাপ্য। কারণ, সামনে বড় প্রতিযোগিতা ছিল। কোপা আমেরিকা ছিল আসন্ন। আমি যে ভালো ছিলাম না এটা আমাকে বলতেই হতো।"

কঠিন সেই সময় কাটিয়ে দলকো কোপা আমেরিকা জিতিয়েছেন স্কালোনি। আর্জেন্টিনাকে কোপা-বিশ্বকাপ-কোপার সঙ্গে ফিনালিসিমা জেতানো এই কোচের অধীনে আবারও দুর্দান্ত খেলছে আর্জেন্টিনা। লাতিন অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শীর্ষে আছে তার দলই।

# বাংলাদেশ সিরিজের আগে ভারতীয় পেসারকে ব্যাট উপহার দিলেন কোহলি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে আকাশ দীপকে নিজ থেকেই একটা ব্যাট উপহার দিয়েছেন বিরাট কোহলি। দ্বিতীয় টেস্ট খেলার অপেক্ষায় থাকা আকাশকে যেন বোলিংয়ে সেরাটা দেওয়ার অনুপ্রেরণাই দিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।

কোহলির কাছ থেকে উপহার পাওয়ার বিষয়টি নিজেই সামাজিক মাধ্যমে ছবি দিয়ে নিশ্চিত করেছেন আকাশ। সঙ্গে ২৭ বছর বয়সী পেসার ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ধন্যবাদ বিরাট কোহলি ভাইয়া।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহম্মদ সিরাজ ও নবাগত যশ দয়ালের সঙ্গে পেসার হিসেবে সুযোগ পেয়েছেন ইংল্যান্ডের হয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে অভিষেক টেস্ট খেলা আকাশ।

কোহলি শুধু ভারতীয় সতীর্থদেরই ব্যাট উপহার দেননি, বাংলাদেশ-পাকিস্তানের ক্রিকেটাররাও পেয়েছেন। ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ আমিরকে ব্যাট দিয়েছিলেন কোহলি।

আজ থেকে ২ বছর আগে ব্যাট উপহার পেয়েছিলেন লিটন দাসও। বাংলাদেশি উইকেটরক্ষকের ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে উপহার দিয়েছিলেন ভারতীয় কিংবদন্তি। ব্যাট না পেলেও একই বছর কোহলির কাছ থেকে জার্সি পেয়েছিলেন অফস্পিনার মেহেদী হাসান মিরাজ।

## নেই রোনালদো, প্রথম ম্যাচেই পয়েন্ট হারাল আল নাসর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ১৬ সেপ্টেম্বর ইরাকি ক্লাব আল শর্তার বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে আল নাসর। ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত থাকার কারণে আল নাসরের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিলো, এই ম্যাচে থাকছেন না রোনালদো। গত মৌসুমের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল আল নাসর। এবারও শুরুটা তেমন ভালো হলো না তাদের।

যদিও ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় আল নাসর। ম্যাচের ১৪তম মিনিটে নাসরকে এগিয়ে দেন সুলতান আল-ঘানাম। ওটাভিওর কাছে থেকে বল পেয়ে আল শর্তার গোলরক্ষককে বোকা বানিয়ে বল জালে জড়ান এই সৌদি ফুটবলার। তবে দশ মিনিট পরই সমতায় ফেরে ইরাকি ক্লাব শর্তার।

ম্যাচের ২৪ মিনিটে গোলটি করেন মোহাম্মদ দাউদ। প্রথমার্ধে ১-১ সমতায় শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় হাফে কোনো গোলই হয়নি। আল নাসর দ্বিতীয় হাফে অনেক চেষ্টা করে গোল করার। তবে আল শর্তারের ডিফেন্স ভাঙতে পারেনি তালিসকা-মানেরা।

# এন্দ্রিকের রেকর্ডের ম্যাচে উজ্জল এমবাপেও,জিতল রিয়াল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** লা লিগায় বিবর্ণ ফুটবলে পিছিয়ে পড়লেও চ্যাম্পিয়নস লীগ জয় দিয়ে শুভসূচনা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তবে ভিএফবি স্টুটগার্টের বিপক্ষে জয় এত সহজে ধরা দেয়নি স্প্যানিশ জায়ান্টদের।গোলরক্ষক বীরত্বে প্রতিপক্ষের আক্রমণের চাপ সামলে এন্দ্রিক,এমবাপের নৈপুণ্যে শেষ পর্যন্ত জয়ের হাসি হাসে রিয়াল।

১৭ সেপ্টেম্বর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে জার্মান ক্লাব স্টুটগার্টকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। রিয়ালের হয়ে একটি করে গোল করেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, ফিলিপে এন্ড্রিক এবং অ্যান্টনিও রুডিগার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজের অভিষেক ম্যাচে গোল করে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়েছেন ১৮ বছরের ব্রাজিলিয়ান তরুণ এন্দ্রিক। রিয়ালের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা এখন তিনি।রিয়ালের হয়ে গোল করার সময় এনদ্রিকের বয়স ছিল ১৮ বছর ৫৮ দিন। এতদিন এই রেকর্ড ছিল রিয়াল কিংবদন্তি রাউল গঞ্জালেসের দখলে। তিনি গোল করেছিলেন ১৮ বছর ১১৩ দিনে।

রিয়ালের মাঠে ম্যাচের প্রথম আক্রমণটা করে স্টুটগার্ট। যদিও কাছাকাছি গিয়েও গোল পায়নি তারা। পাল্টা জবাবে রিয়ালও কয়েকবার আক্রমণে যায় কিন্তু গোলের দেখা পায়নি তারাও। এরপর অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় স্টুটগার্ট। একটু পর অবিশ্বাস্য ভুলে একটি সুযোগও হাতছাড়া করে তারা। এরপর স্টুটগার্টের সামনে রীতিমতো অসহায় হয়ে পড়ে রিয়াল। আক্রমণের পর আক্রমণে রিয়াল ডিফেন্সের ওপর ঝড় বইয়ে দেয় জার্মান ক্লাবটি। তবে গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়ার দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়েছেন একের পর এক আক্রমণ।

জজমজমাট ম্যাচে ৫৪ শতাংশের বেশি সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৭টি শট নেয় স্টুটগার্ট, এর সাতটি ছিল লক্ষ্যে। জার্মান ক্লাবটির বিপরীতে রেয়ালের ২০ শটের আটটি ছিল লক্ষ্যে।

প্রথমার্ধে নিজেদের খুঁজে ফেরা রেয়াল এগিয়ে যায় বিরতির পরপরই। নিজেদের অর্ধ থেকে আসা বল ধরে পায়ের কারিকুরিতে এগিয়ে যান রদ্রিগো। আগুয়ান গোলরক্ষককে এড়িয়ে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড খুঁজে নেন এমবাপেকে। ফাঁকা জালে অনায়াসে বল পাঠান ফরাসি তারকা।

কিছুক্ষণ পর ভিনিসিয়ুসের শট বারে না লাগলে ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারত রিয়াল। ধাক্কা সামলে পালটা আক্রমণ থেকে স্টুটগার্ট অবশ্য চেষ্টা করছিল ম্যাচে ফেরার। কাছাকাছি গিয়ে একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে তারা। তবে ৬৮ মিনিটে বার্নাব্যুর গ্যালারিকে স্তব্ধ করে দেন দেনিজ উনদাভ। স্টুটগার্টকে প্রাপ্য গোলটি এনে দেন তিনি।

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে দারুণ জমে ওঠা ম্যাচের ৮৩তম মিনিটে ফের এগিয়ে যায় রিয়াল। লুকা মদ্রিচের কর্নারে সবার উঁচুতে লাফিয়ে বল জালে পাঠান রুডিগার।

পাঁচ মিনিট যোগ করা সময়ের শেষটায় জালের দেখা পান একটু আগে বদলি নামা এন্দ্রিক। প্রতি-আক্রমণে বল পেয়ে দারুণ গতিতে অনেকটা এগিয়ে দূরপাল্লার শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। ঝাঁপিয়ে হাত ছোঁয়ালেও জালে যাওয়া ঠেকাতে পারেননি নুবেল।

# রুদ্ধশ্বাস লড়াই, ঘরের মাঠে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিল মোহনবাগান

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এ বারের মরসুমের অন্যতম সেরা ম্যাচ। গত বার লিগ শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। তার আগের বার নকআউট চ্যাম্পিয়ন। এ বার প্রথম ম্যাচে দু-গোলে এগিয়ে থেকেও ড্র করেছিল মোহনবাগান। এরপর এএফসির ম্যাচেও ড্র। অস্বস্তি বাড়ছিল মোহনবাগান শিবিরে। ঘরের মাঠে রুদ্ধশ্বাস জয়ে স্বস্তি ফিরল সবুজ মেরুন শিবিরে। যদিও এই জয়ে কম ঘাম ঝরাতে হয়নি। বল পজেশন, গোলে শটের সংখ্যা যাই বলুক না কেন, কষ্টার্জিত তবে স্বস্তির জয় সবুজ মেরুনের। আরও বড় প্রাপ্তি তরুণ ফুটবলারের অনবদ্য একটা গোল। সঙ্গে আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়াল জেমি ম্যাকলারেনের অভিষেক।

ম্যাচের মাত্র পাঁচ মিনিটেই মহম্মদ আলি বিমারের গোলে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। ঘরের মাঠে শুরুতেই পিছিয়ে পড়া বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্রুতই অবশ্য জবাব দেয় সবুজ মেরুনও। ম্যাচের ১০ মিনিটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে পেত্রাতোসের ফ্রি-কিক। বাঁ দিক থেকে ভাসানো ফ্রি-কিক। কার্যত রোনাল্ডোর মতো লাফ। দুর্দান্ত হেডারে গোল করেন তরুণ ফুটবলার দীপেন্দু। ডাগ আউটও লাফিয়ে ওঠে তাঁর অনবদ্য গোল দেখে। দীপেন্দু বিশ্বাসের প্রথম আইএসএল গোল।

এই স্বস্তি দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি। ২৪ মিনিটে আবারও লিড নেয় নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। জিতিনের পাস থেকে গোল করেন আলাদিন। মোলিনার মাথায় হাত। মহমেডানের বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে শেষ মুহূর্তে গোল করেছিলেন আলাদিন। এ দিন শুরু থেকে আলাদিনকে খেলান বেনালি। নর্থ ইস্ট বক্সে দুর্দান্ত বিল্ড আপ করেছিল মোহনবাগান। সেখান থেকেই বল নিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে গোল।

## কেইনের একাই চার প্রতিপক্ষের জালে অপ্রতিরোধ্য বায়ার্নের ৯ গোল !

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** চ্যাম্পিয়ন লীগে ইতিহাসের এক ম্যাচে এত গোল আগে কখনো হয়েছে?নাহ। চ্যাম্পিয়নস লীগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দিনেমো জাগরেব বায়ার্ন ঝড়ে যেভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে তেমন অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি আর কোন দলের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জাগরেবের বিপক্ষে বায়ার্নের জয় ৯-২ ব্যবধানে।গোল বন্যায় প্রতিপক্ষকে ভাসানোর ম্যাচে বাভারিয়ানদের হয়ে সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন হ্যারি কেইন।একাই চার গোল করেছেন এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড।ওলিসে করেন দুই গোল। বাকি তিন গোলদাতা রাফায়েল গেররেইরো, লেরয় সানে ও লেয়ন গোরেটস্কা।

গোলবন্যার ম্যাচে ভেঙেছে একের পর এক রেকর্ড।প্রথম দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ৯ গোল করার রেকর্ড গড়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল।চার গোলের তিনটি কেইন করেছেন পেনাল্টি থেকে।যেটিও নতুন রেকর্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৪৫ ম্যাচ খেলে এই নিয়ে ৩৩টি গোল করলেন কেইন। এতদিন ৩০ গোল নিয়ে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটি ছিল ওয়েইন রুনির।

পুরো ম্যাচে বায়ার্নের দাপট ছিল একচেটিয়া।পুরো ম্যাচে ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে বায়ার্ন গোলের জন্য শট নিয়েছেন ২৯ টি;বিপরীতে জাগরেব শটই নিতে পেরেছে কেবল ৪টি।যার দুটিতেই অবশ্য তারা পেয়েছে গোলের দেখা।বিরতির গোল পাওয়া দুটিতে কেবল ব্যবধানই কমেছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR